بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

জলসা সালানা উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও আগত অতিথিবৃন্দের উদ্দেশ্যে মূল্যবান দিকনির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬ জুলাই, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহ্‌দীর জলসা গাহে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আজ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে এবং এখানে হাজার হাজার লোক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে। এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে একটি অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে যেন এ পরিবেশে পার্থিব ঝামেলামুক্ত হয়ে আমরা নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারি। তাই এ সময়টিতে জাগতিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিছু মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই যায় যা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা সামর্থানুযায়ী চেষ্টা করে থাকে, শত শত কর্মী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথমে আমি সমস্তস্বেচ্ছাসেবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা নিজেদের দায়দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে সেবা করুন। আপনাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন অতিথি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন প্রতিটি দেশে অতিথিপরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আ.) বলেন, অতিথিদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে; স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তারা কোনভাবে কষ্ট না পায়। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তো আহমদী আর তারা এ বিষয়টি অবগত হয়েই আসে যে কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু যারা আহমদী নয় কিংবা নবদীক্ষিত আহমদী যারা উত্তম তরবিয়ত পায়নি তাদের কথা স্বরণ রেখে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। ট্রাফিক, গাড়ি পার্কিং, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পানি সরবরাহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপোর্ট যে বিভাগেরই দায়িত্বই হোক না কেন অতিথিদের সহজতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

এরপর অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা এখানে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। পার্থিব সম্মান এবং সেবা লাভের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সেই সমস্ত উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি আরো সচেষ্ট হোন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পথে ভ্রমণকারীদের পার্থিব আরাম আয়েশের প্রতি মনোযোগ খুব কমই থাকে। অনেক সময় ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এসকল বিষয় উপেক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যেক আগত অতিথির হৃদয়ে এটি বিরাজ করে যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক খোরাক অর্জন তাহলে অতিথি এবং আপ্যায়নকারীদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণসম্পর্কের মাধ্যমে এ দিনগুলো অতিবাহিত হবে। ব্যবস্থাপকদের প্রচেষ্টা সর্বদা এটিই থাকে যেন সমস্ত অতিথির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তথাপি কখনো কখনো কমবেশি হয়ে যায় যা অতিথিদের উপেক্ষা করা উচিত। তদুপরি আমি সেচ্ছাসেবকদের বলে দিতে চাই, অতিথিদের মাঝে বৈষম্য করা উচিত নয়। শ্রেণিভেদে সকল অতিথির আরামের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে অতিথিদের সম্মান করতেন এবং সেবা করতেন। জলসার বিষয়ে তিনি (আ.) বলতেন, সকলের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকবে। একইসাথে তিনি অতিথিদের হৃদয়ে এটি প্রথিত করতেন যে, আপনাদের এখানে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ধর্ম শেখা, নিজেদের হৃদয় মস্তিষ্ককে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। সুতরাং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। হুযূর বলেন, জলসায় আসন গ্রহণ করে জলসার প্রোগ্রাম ও বক্তৃতাসমূহ মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এথেকে উপকৃত হোন। প্রত্যেক মুমিনের তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে থাকে। এর মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যরা দেশ-জাতি ও গোত্রীয় বিভক্তি ভুলে এক অসাধারণ ভাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য। এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু অনেক সময় এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পগুজবে মত্ত থাকার কারণে গভীর রাত হয়ে যায় আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরে উঠতেই কষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অনেক সময় খাবারের পর ডাইনিংয়ে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে থাকে আর এর ফলে ব্যবস্থাপকদের কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়; এটি সমীচীন নয়। মহানবী (সা.)-এর কাছে আগমনকারী অতিথিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা খাবার খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসে গল্পগুজবে মত্ত থেকো না।

হুযূর (আই.) বলেন, এত বড় সমাবেশে অনেক সময় পারস্পরিক বাকবিতন্ডা হয়ে যায়। প্রকৃত

মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সে তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিপটে রেখে একে অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করুন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়েও যায় তখন এটিকে খারাপভাবে নেয়ার পরিবর্তে তাকে সাহস প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য ও মার্জনার আচরণ প্রদর্শন করুন। অতিথিদের অহেতুক বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় আবার কর্মীদেরও অতিথিদের বাড়াবাড়ি দেখে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। **মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশনা হল, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথেও তুমি উত্তম আচরণ করো**। অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোরতা করেও ফেলে তাকে তিক্ত জবাব দেয়ার পরিবর্তে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। স্বরণ রাখতে হবে, আমরা যদি উত্তম আচরণ করি তাহলে এটি এক নীরব তবলীগের কাজ হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যেন রুকু, সেজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরস্পরের মাঝে **সালাম প্রদানের প্রচলন করুন**, অধিক হারে সালাম আদান-প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন এক পবিত্র দোয়া শিখিয়েছেন যা পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয় এবং উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। মহানবী (সা.) বলেন, কাউকে চেন বা না চেন সালাম প্রদান করো। সুতরাং এ সালামের প্রচলন হলে অ-আহমদী ও নবদিক্ষীত আহমদীদের হৃদয়েও ভাল প্রভাব পড়বে এবং তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রশংসাকারী হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কুরআন করীমের নির্দেশ হল, কোন ব্যক্তি যদি অতিথিকে বলে যে, তুমি ফিরে যাও। তাহলে খুশিমনে ফেরত চলে আসা উচিত। এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের বাড়িতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন কেউ তাকে ফেরত যেতে বলে আর তিনি কুরআনের নির্দেশ মান্য করে খুশিমনে ফেরত চলে আসতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। জঙ্গে মুকাদ্দাসে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি ধর্মিয় বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে সাহাবীরা একদিন অতিথিদের আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর জন্য খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। রাতের একটা অংশ কেটে গেল এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি এসে যখন খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন তখন আয়োজকরা সবাই অস্থির ও ব্যকুল হয়ে যায়। তিনি (আ.) এটি দেখে বলেন, এত চিন্তার কী আছে? দস্তরখানে দেখ! সেখানে যা আছে তাই নিয়ে এস। সেখানে গিয়ে দেখা যায় টেবিলে শুধুমাত্র কিছু রুটির টুকরো পড়ে ছিল, ডালও অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তিনি বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তাই খেয়ে নেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর জামাতের অনুসারী হওয়ার দাবি করি আমাদেরও সর্বদা এরূপ ধৈর্য্য, সাহস এবং কৃতজ্ঞতাবোধ প্রদর্শন করা উচিত।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)'র ইউরোপ সফরের শতবর্ষ পূরণ, রিভিউ অব রিলিজিওনস, মখযানে তাসাভীর প্রভৃতির প্রদর্শনী রয়েছে। অবসর সময়ে সময় নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনী থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। পরিশেষে হুযূর বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কোভিডের আক্রমণ বাড়ছে। এ কারণে প্রবেশপথগুলোতে প্রতিরোধস্বরূপ হোমিও ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে; এগুলো সেবন করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সবধরণের ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখুন। সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার বিষয়ে মনোযোগী হোন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের আশেপাশে ও ডানে বামে লক্ষ রাখুন। এটি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার মাধ্যম। কোন অস্বাভাবিক বস্তু বা কারো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলে ব্যবস্থাপকদের জানান, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল দোয়া। বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে দোয়া এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকুন।

আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণমন্ডিত করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত : ১. খ্রীস্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, ২. নিশানে আসমানী (ঐশী নিদর্শনাবলী) এবং ৩. সীরাতুল আবদাল (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনচরিত)। পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

26 July 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat